আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৩

CONNEXION
steering telecom ahead

মোবাইল আর্থিক সেবা বদলে দিয়েছে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh
airtel
banglalink
Citycell
grameenphone
রবি
TeleTalk আমাদের ফোন

CONNEXION
এমটব-এর মাসিক নিউজলেটার
বর্ষ ০১, খণ্ড ০৫

সূচিপত্র

সম্পাদকের টেবিল থেকে	০১
জানেন কি?	০২
মোবাইল আর্থিক সেবা বদলে দিয়েছে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট	০৩
দৃষ্টিকোণঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা– রবি	০৫
উন্নয়নশীল দেশের গ্রামাঞ্চলে বিশেষ মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে শেষ হলো দশম এডিএফ	০৭
সিএসআর কার্যক্রম ও সামাজিক অবদানঃ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সম্মাননা জানালো টেলিটক	০৮
সাক্ষাৎকারঃ মহাসচিব, এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি	০৯
সংখ্যা ও বিশ্লেষণ	১০
এমটব কার্যক্রম	১০
এমটব সদস্যদের কার্যক্রম	১১

সম্পাদনা পরিষদ

আশরাফুল এইচ. চৌধুরী
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

জাকিউল ইসলাম
রেগুলেটরি অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স সিনিয়র ডাইরেক্টর
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড
(পূর্বের ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড)

মোঃ মাহফুজুর রহমান
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

মাহমুদ হোসেন
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
গ্রামীণফোন লিমিটেড

মাহমুদুর রহমান
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিআরএল
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

কাজী মোঃ গোলাম কুদ্দুস
জিএম, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব

"ConneXion"-এর অনলাইন সংস্করণের জন্য ভিজিট–
***www.amtob.org.bd** | মতামত জানান: connexion@amtob.org.bd*

সম্পাদকের টেবিল থেকে

বাংলাদেশ অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত তৃতীয় প্রজন্মের বেতার তরঙ্গ নিলামের মাধ্যমে মোবাইল প্রযুক্তির একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। নিলামে এয়ারটেল, বাংলালিংক, গ্রামীণফোন এবং রবি তৃতীয় প্রজন্মের জন্য বেতার তরঙ্গ কিনেছে। যদিও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিটক পরীক্ষামূলকভাবে গতবছর থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে থ্রিজি সেবা প্রদান করে আসছে।

দেশে মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) ক্রমশ গতিশীল হয়ে উঠছে। সাধারণ মানুষের আর্থিক লেনদেনের মৌলিক প্রয়োজনকে এই সেবার মাধ্যমে করা হয়েছে অনেক সহজ ও সুবিধাজনক।

দুটি স্থানীয় ব্যাংক, যথাক্রমে ব্র্যাক ব্যাংক ও ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মোবাইল অপারেটররা সাধারণ মানুষের আর্থিক লেনদেনের সমস্যা দূর করতে মোবাইল আর্থিক সেবার (এমএফএস) যাত্রা শুরু করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই সেবা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি ৩০ লক্ষ বাংলাদেশীকে নিয়মিত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বাইরে বিকল্প পথ তাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে, যা সাশ্রয়ী মূল্যের এবং সবার জন্য অত্যন্ত ব্যবহারযোগ্য।

জাতীয় অর্থনীতির টেকসই প্রবৃদ্ধিতে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের প্রচুর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি রাজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের মোবাইল ইকোসিস্টেম মোট জাতীয় আয়ে (জিডিপি) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। একটি উন্নয়নশীল দেশের বিশাল সম্ভাবনাকে সংযুক্ত করে ইতিবাচক প্রভাব তৈরির মাধ্যমে মোবাইল টেলিফোনি ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে।

এই খাত বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১৫ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এছাড়া মোবাইল টেলিযোগাযোগের পরবর্তী সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধির সাথে জড়িয়ে আছে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা।

যদিও অতিরিক্ত হারে আরোপিত কর, উচ্চহারে লাইসেন্সিং এবং অন্যান্য ফি সহ কঠোর প্রতিযোগিতার কারণে এই খাতের প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সারা বিশ্বে মোবাইল টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ট্যারিফ উপভোগ করছে বাংলাদেশ, যা কোটি কোটি সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদানের পাশাপাশি দেশের প্রবৃদ্ধিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে কল ট্যারিফ অত্যন্ত কম হওয়ার কারণে অপারেটরদের টিকে থাকাটাই কঠিন হয়ে পড়েছে, যা এই খাতের সমৃদ্ধির পথে হুমকিস্বরূপ।

সম্প্রতি একটি আলোচনা সভায় দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগে আগ্রহ কমার কারণ হিসেবে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলো হলো– উচ্চ হারের কর, স্বচ্ছতার অভাব, নিয়ন্ত্রক সংস্থার বারে বারে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা এবং তরঙ্গ বরাদ্দ সমস্যা ইত্যাদি।

২০১০ সালে প্রণয়নকৃত টেলিযোগাযোগ আইন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও টেলিযোগাযোগ অপারেটররা স্পষ্টভাবে জানেন না। কর এবং কর জাতীয় ফি বাবদ সরকার টেলিযোগাযোগ খাত থেকে বার্ষিক ৬০ শতাংশেরও বেশি রাজস্ব আদায় করে। তরঙ্গ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকার প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের উপর অধিক গুরুত্ব মেনে চলে লাইসেন্স অনুমোদন দেন। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসলে তরঙ্গ বরাদ্দে ইতিবাচক প্রভাব পরবে।

এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি'র (এপিটি) সহযোগিতায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) তিন দিনের দশম এশিয়া প্যাসিফিক টেলিযোগাযোগ এবং আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (এডিএফ-১০) সম্মেলনের আয়োজন করে। নীতিনির্ধারক, নিয়ন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের একত্রে উন্নয়নশীল দেশের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ সমস্যাগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়ার লক্ষ্যেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

পাঠকের সাথে আনন্দ ভাগ করে নেয়ার মতো একটি সুখবর হলো, পরবর্তী দুই বছরের জন্য এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিকেশন এবং আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (এডিএফ)-এর চেয়ারম্যান দেশ হিসেবে নেতৃত্ব দিতে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। আর এই ফোরামের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ। এই মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতির জন্য মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ কে এমটব-এর সকল সদস্যবৃন্দের পক্ষ হতে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

টি, আই, এম, নূরুল কবীর

এমটব

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, প্রযুক্তিগত সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্প খাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। বিশ্বমানের একটি মোবাইল টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

এমটব কার্যনির্বাহী পরিষদ

মাইকেল ক্যুনার
চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– রবি আজিয়াটা লিমিটেড

ক্রিস টোবিট
ভাইস চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল– এমটব

জিয়াদ শাতারা
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড
(পূর্বের ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড)

মেহবুব চৌধুরী
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

বিবেক সুদ
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– গ্রামীণফোন লিমিটেড

মো. মুজিবুর রহমান
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক– টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

জানেন কি?

প্রথম মোবাইল ফোন কলটি করা হয়েছিল ৩ এপ্রিল, ১৯৭৩ সালে। **"সেলফোনের জনক"** হিসেবে পরিচিত **মার্টিন কুপার** এই কলটি করেন।

মোবাইল ফোনে ক্ষুদে বার্তার প্রচলন প্রথম শুরু হয় ২১ বছর আগে। রিডিং-এ বসবাসকারী ২২ বছর বয়সী সফটওয়্যার প্রোগ্রামার নিল প্যাপওয়ার্থ ভোডাফোনে কর্মরত তার বন্ধু রিচার্ড জার্ভিস-কে "**শুভ বড়দিন**" লিখে শুভেচ্ছা জানিয়ে **প্রথম ক্ষুদে বার্তা** পাঠান। এই সময় মোবাইল ফোনে কিবোর্ড ছিল না তাই ব্যক্তিগত কম্পিউটারের মাধ্যমে বার্তাটি পাঠানো হয়েছিল।

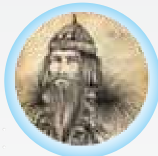

তারবিহীন সংযোগ **ব্লুটুথ**-এর নামকরণ হয়েছিল দশম শতকের রাজা **হ্যারাল্ড ব্লুটুথ**-এর নামানুসারে।

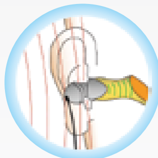

টানা এক ঘণ্টা **হেডফোন** ব্যবহার করলে আপনার কানে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পাবে **৭০০ গুণ**।

একটি রিংটোন আছে যা বয়স্ক লোক শুনতে পায় না! এটি হলো **মসকিউটো রিংটোন**। এই রিংটোনটি **ত্রিশোর্ধ্ব বয়সী** অধিকাংশ মানুষের শ্রবণ ক্ষমতার বাইরে।

যখন প্রথম টেলিফোন আবিষ্কার হয় তখন কোন রিঙ্গার ছিল না! **যদি কেউ কল দিত তবে সেটিই ছিল রিসিভ করা এবং কথা শোনার একমাত্র উপায়! আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল-এর সহকারী থমাস ওয়াটসন** হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এই প্রযুক্তির (রিঙ্গার) সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। একজন ব্যক্তি যাতে বুঝতে পারে কেউ তাকে কল দিচ্ছে সেজন্য প্রতিটি ফোন কলের সাথে রিঙ্গারের ধারণা প্রবর্তন করেন।

মোবাইল আর্থিক সেবা বদলে দিয়েছে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের অনেকগুলো সফলতম সেবার মধ্যে একটি অন্যতম সেবা হলো মোবাইল ব্যাংকিং। যার মধ্যে নিহিত রয়েছে দেশের অন্য আর একটি সফলতার গল্প। শুরু থেকেই মোবাইল ব্যাংকিং দেশের মানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

আর্থিক সেবা সুবিধা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে সুবিধাজনক এবং সাশ্রয়ী মূল্যে আর্থিক সেবা প্রদানের একটি টেকসই ব্যবস্থা হচ্ছে মোবাইল মানি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ১০০ বিলিয়ন বেশি গ্রাহক মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে, কিন্তু তাদের অনেকেরই নিয়মিত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই।

বাংলাদেশে মোবাইলের মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের পরিধি

- বাংলাদেশের ৯.৫ শতাংশ মানুষের সক্রিয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে
- ৮৯.৫ শতাংশ মানুষ ব্যাংকিং বা আর্থিক সেবা সুবিধা বহির্ভূত
- ব্যাংকের পরিধির সীমাবদ্ধতার কারণে সেবা প্রদান করতে পারছে না
- এমএনও'দের নেটওয়ার্ক দেশব্যাপী বিস্তৃত, ফলে দেশের প্রতিটি প্রান্তে মোবাইল লেনদেন সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব।

মোবাইল আর্থিক সেবাসমূহ

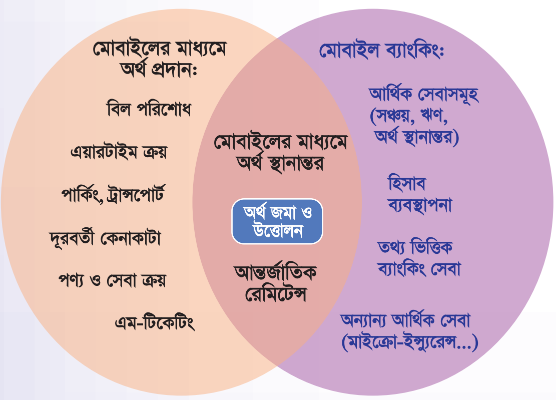

মোবাইল আর্থিক সেবা

বাড়িতে টাকা পাঠানো, সময়মতো বিল পরিশোধ, নিরাপদে নগদ অর্থ বহন ইত্যাদি আর্থিক বিষয়াদি নিয়ে প্রতিদিনই আমরা চিন্তায় পড়ে যাই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির মাধ্যমে ব্যাংকিং ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা একসাথে যুক্ত হয়ে এসব সমস্যার সহজ সমাধান এনে দিয়েছে হাতের মুঠোয়– টাকা প্রেরণ এবং গ্রহণের সবচেয়ে সহজ উপায় এখন আপনার মোবাইল।

মোবাইল লেনদেনে বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনাময় দিক রয়েছে, যা নিয়মিত ব্যাংক চ্যানেলের অভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এদেশের জনগোষ্ঠীকে জরুরি অবস্থার জন্য সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে পারে মোবাইল লেনদেন। যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তারল্য বৃদ্ধিতে সহায়তার মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনা আরো বেশি শক্তিশালী করে।

সহজ লেনদেন পদ্ধতির কারণে মোবাইল ব্যাংকিং ধীরে ধীরে দেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী যেমন– তৈরি পোশাক শ্রমিকরা তুলনামূলকভাবে এই নতুন সেবা ব্যবহার করতে পারছে। এই সেবার মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ প্রতি মাসে বৃদ্ধি পাচ্ছে ২০ শতাংশ।

রেমিটেন্সে সহায়তা করছে মোবাইল ব্যাংকিং

প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের কষ্টার্জিত আয় নিয়মিত চ্যানেলের মাধ্যমে দেশে পাঠানোর ফলে গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ রেমিটেন্স অর্জন করেছে, যার পরিমাণ ছিল ১৪.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার।

গত অর্থবছরে এই একই সময় রেমিটেন্স ১২ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়ে ১২.৮ বিলিয়ন ইউএস ডলারে দাঁড়িয়েছিল, যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ১১.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলারের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল ১০ শতাংশ।

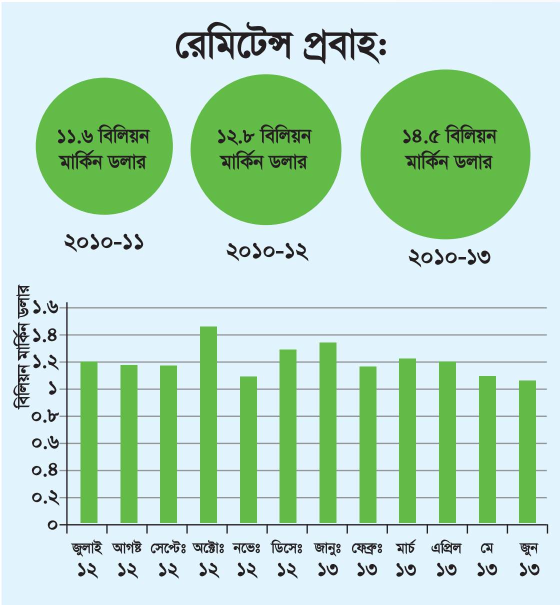

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির মূলে রয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়মিত ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে টাকা পাঠানো। এতে মোবাইল ব্যাংকিং-এরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বৈদেশিক মিশনগুলো অনাবাসী বাংলাদেশীদের (এনআরবি'স) নিয়মিত চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠাতে উৎসাহ প্রদানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পূর্বে প্রবাসী শ্রমিকরা অননুমোদিত চ্যানেল যেমন– হুন্ডির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতো।

মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে এপ্রিল মাসে মোট ১৫ মিলিয়ন লেনদেন সম্পন্ন হয় যা টাকার অংকে ছিল ৩৬.৪ বিলিয়ন। মার্চ মাসে এই

লেনদেন ছিল ১৪ মিলিয়ন যা টাকার অংকে ৩৩.৩ বিলিয়ন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আশা করে যে, আগামীতে এই রেমিটেন্স প্রবাহ আরো বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ওমান এবং বাহরাইনসহ আরো অন্যান্য দেশ। বাংলাদেশী শ্রমিক নেই এমন দেশ পৃথিবীতে নেই বললেই চলে।

রপ্তানির পরে দেশের বৈদেশিক আয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত রেমিটেন্সের প্রবৃদ্ধি সরকারকে দেশের ব্যালেন্স অব পেমেন্টের (বিওপি) ক্রমবর্ধমান চাপ সামলাতে অতি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে।

মোবাইল আর্থিক সেবাঃ বর্তমান পরিস্থিতি

খুব অল্প সময়ের মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং গতিশীল হয়ে উঠেছে। আনুমানিক ১ লাখ আউটলেটের মাধ্যমে ৬০ লক্ষেরও অধিক গ্রাহক বিভিন্ন ধরনের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা উপভোগ করতে পারছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর তথ্য অনুযায়ী প্রতিদিন মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে ১২১.২৫ কোটি টাকা মোট ৪৫০,০০০ লেনদেনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) নগদ টাকা জমা বা তোলার জন্য প্রতি লেনদেনে ২ শতাংশ চার্জ নির্ধারণসহ সর্বনিম্ন ৫ টাকা মোবাইলের মাধ্যমে লেনদেন করা যাবে বলে ধার্য করেছে।

আর্থিক সেবা সুবিধা বহির্ভূত জনগোষ্ঠী সাশ্রয়ী মূল্য এবং ঝামেলামুক্ত বলে বেছে নিচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা। বাংলাদেশ ব্যাংক মোট ২৬টি ব্যাংককে এই সেবা চালু করার অনুমতি দিয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি ব্যাংক সময়মতো তাদের সেবা চালু করতে পেরেছে।

হোটেল, এয়ারপোর্ট ও অন্যান্য স্থানে মোবাইলের মাধ্যমে চেক ইন করা, বিমানে ভ্রমণ করা, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন (এনএফসি) প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ফোনকে মোবাইল মানিব্যাগ অথবা ইলেক্ট্রনিক আইডি হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে। বর্তমানে এই সেবাগুলো বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। তবে এটি চালু হলে গ্রাহকদের যে ব্যাপক সুবিধা উপভোগের সম্ভাবনাময় দিক রয়েছে তা মোবাইল কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনা করা উচিত।

মোবাইল আর্থিক সেবা– জিডিপি'র একটি অন্যতম চালিকাশক্তি

দরিদ্র মানুষের মধ্যে ব্যাংকিং সেবা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদে ও ঝামেলামুক্তভাবে প্রবাসী আত্মীয়ের পাঠানো অর্থ পেতে সাহায্য করার জন্যই শুরু হয় মোবাইল আর্থিক সেবা। ইনক্লুসিভ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে মোবাইল ব্যাংকিং আরো বেশি প্রসারিত করতে হবে। যদি বিপুলসংখ্যক মানুষকে মোবাইল ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনা যায় তবে দেশের অর্থনীতি আরো এগিয়ে যাবে। শ্রমজীবী মানুষের জন্য মোবাইল ব্যাংকিং সেবা অধিক উপযুক্ত, কারণ নিয়মিত ব্যাংকিং সেবার চেয়ে এটি বেশি সহজ ও সুবিধাজনক। ইতোমধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আমাদের বিশ্বাস দারিদ্র্য বিমোচন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং খাতে প্রযুক্তির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। নিয়মিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার চেয়ে মোবাইল ব্যাংকিং বেশি কার্যকর বলে এটির পরিধি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে দিন দিন বেড়েই চলছে রেমিটেন্সের তাৎপর্য। এর ফলে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স সুদৃঢ় হওয়ার মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। রেমিটেন্সের প্রাপকগণ জীবিকা নির্বাহ ব্যয়, শিক্ষা, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা এবং বিনিয়োগের জন্য তাদের উপর নির্ভর করছে। যা আসলে দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। উন্নয়নশীল দেশের জিডিপি'তে রেমিটেন্সের গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ এটি দেশগুলোর উন্নয়নে বহিরাগত অর্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

মোবাইল আর্থিক সেবার চ্যালেঞ্জসমূহ

দেশের আর্থিক সেবা সুবিধা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যেই বিস্তারলাভ করেছিল মোবাইল আর্থিক সেবা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশাবলী অনুযায়ী, এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রতিদিন ১০,০০০ টাকা এবং প্রতিমাসে ৫০,০০০ টাকা লেনদেনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মোবাইল আর্থিক সেবা দারিদ্র্য, শিক্ষা এবং সচেতনতার মতো প্রধান বাধাসমূহ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে। এখন পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ মানুষ এই সেবার বাইরে রয়েছে।

দেশের অধিকাংশ মানুষের যেখানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই সেখানে কেবলমাত্র ব্যাংকই মোবাইল আর্থিক সেবা প্রদানকারী হিসেবে অনুমোদিত সত্ত্বা হবে, এই বিষয় নিয়ে সব সময়ই প্রচণ্ড বিতর্ক চলে আসছে। মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের দাবি উপেক্ষা করে বাংলাদেশ ব্যাংক শুধুমাত্র ব্যাংকগুলোকেই মোবাইল আর্থিক সেবা প্রদানের বৈধতা দিয়ে আসছে। ফলে তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের মোবাইল আর্থিক সেবার বিকাশ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে কম।

টেলিযোগাযোগ বিপ্লবের আলোড়ন ছড়িয়ে গেছে দেশের প্রতিটি কোণে। খরচ হ্রাস করাসহ এর কার্যকারিতা বাড়িয়ে এবং ব্যাংক ব্যবস্থায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক সেবা সুবিধা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করাই মোবাইল আর্থিক সেবার প্রধান লক্ষ্য। অভূতপূর্ব বিচারশক্তির বলে এই খাতের সমস্ত শৃঙ্খল, বাধা-বিঘ্ন কোন কিছুই এর সুবিধা উপভোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারেনি গ্রাহককে। মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে আর্থিক সেবা সুবিধা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তকরণ অনন্য নিদর্শন, যা দেশের পরিবর্তন নির্মাতা হিসেবে আমাদের দাবীকে দৃঢ় করে। দেশজুড়ে মোবাইল ফোন ও তার সেবা ব্যবহারের সর্বব্যাপীতা থেকে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের অগ্রগতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

মাইকেল ক্যুনার
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

রবি

> প্রতিটি বাংলাদেশী যাতে তাদের আপন শক্তিতে জ্বলে উঠতে পারে তার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে রবি। আমাদের সেবাগুলোও অত্যন্ত গ্রাহকবান্ধব যাতে গ্রাহকরা সহজেই তাদের সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য মোবাইল ইকো সিস্টেমের অবদান কী?

মোবাইল ইকো সিস্টেম বাংলাদেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত সরকারি রাজস্বে মোবাইল শিল্পখাতের অবদান ৫০,০০০ কোটি টাকারও বেশি। বর্তমানে দেশের জিডিপি-তে এ খাতের অবদান প্রায় ১০ শতাংশ এবং এই হার ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। এশিয়ান টাইগার ক্যাপিটাল (এটি ক্যাপিটাল)-এর এক গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ শিল্পখাতের অবদান ২.৩ শতাংশ এবং এখানে আরো দেখানো হয়েছে যে, যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিত হলে এ অবদানের পরিমাণ বেড়ে ৫.৮ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত দেশে ৭০০,০০০ এরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এ কর্মসংস্থান বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য যোগ্যতানুযায়ী অর্থ উপার্জনের সুযোগ তৈরি করা ছাড়াও দক্ষ পেশাদার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান, বিপণন ও ফিন্যান্স পেশাদারদের জন্য একটি শক্তিশালী চাকরি বাজার, যা তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। এখানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকমানের নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে যা দেশের টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করবে।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা পরোক্ষভাবেও দেশের জন্য টেকসই উন্নয়ন বয়ে আনছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখন আর শুধু স্থানীয় সীমারেখার উপর নির্ভরশীল নয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে রবি'র ভূমিকায় আমরা গর্বিত। বাংলাদেশের অনেক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সংযুক্ত করা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রবি'র সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যারা এখনও মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবার বাইরে রয়েছে এবং যারা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বসবাস করছে তাদের প্রতি আমরা এখন অধিক গুরুত্ব দিচ্ছি।

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ বাজার ও এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। বর্তমানে মোবাইল শিল্পখাতের গ্রাহক সংখ্যা ৬৫ শতাংশ। কিন্তু একজন গ্রাহক একাধিক সিম ব্যবহারের ফলে মূল গ্রাহক সংখ্যা আসলে ৩৮-৪০ শতাংশ। সুতরাং এখানে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ রয়ে গেছে। বেশিরভাগ নতুন গ্রাহকের ক্ষেত্রেই আর্থিক সামর্থ্যের অভাব রয়েছে– যেমন, সংযোগ মূল্য, সেবা ও হ্যান্ডসেটের খরচ তাদের পক্ষে বহন করা সম্ভবপর নয়। এসব গ্রাহকদের সেবার আওতায় নিয়ে আসা মোবাইল অপারেটরদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে এই তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পমূল্যের সংযোগ ও কলরেট সরবরাহ করা ব্যবসায়ের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক, যেখানে এরই মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে কম খরচে মোবাইল সেবা প্রদান করছি আমরা।

> *দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের তরুণরা যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। আমাদের সামনে এমন প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা তৈরির সুযোগ রয়েছে যা শুধুমাত্র বর্তমান গ্রাহকদের সম্পৃক্ত হতে সাহায্য করবে না, একই সাথে তাদের জ্ঞান ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবে যা তাদের আরো সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করবে।*

স্বল্প আয়ের গ্রাহকদের সেবার আওতায় আনতে গেলে এআরপিইউ (গ্রাহকপ্রতি গড় আয়) আরো কমে যাবে, যার হার এরই মধ্যে বেশ কম। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী ডাটা ব্যবহার থেকে আয় বাড়বে। আর এটা অবশ্যই বাংলাদেশেও ঘটতে যাচ্ছে। ডাটা'র ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হলে আকর্ষণীয় ও ব্যবহার উপযোগী স্থানীয় উপকরণ প্রয়োজন। প্রতিটি সংযোগের সাথে আরো ভালো সেবা সরবরাহ করা এবং আকর্ষণীয় উপকরণ তৈরির পাশাপাশি উপযোগী ডিজিটাল সেবা সরবরাহ করতে হবে, যা ডাটা ব্যবহারের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

আপনি কি মনে করেন যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ লক্ষ্যপূরণের জন্য একটি টেলিযোগাযোগ রোড ম্যাপ/দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আছে?

ডিজিটাল বাংলাদেশ লক্ষ্যপূরণের জন্য একটি টেলিযোগাযোগ রোডম্যাপের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর সহযোগিতায় সরকার একটি জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা (এনটিপি)-এর খসড়া তৈরি করছে। একটি গতিশীল নীতিমালা গঠনের জন্য অনমনীয় প্রযুক্তিগত পরিবর্তনগুলোকে অবশ্যই এতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সুপারিশসমূহ এনটিপি খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করলে একটি "সংযুক্ত" বাংলাদেশ গঠনের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা যাবে। এ ক্ষেত্রে আমার প্রত্যাশা হলো, এনটিপি এই শিল্পখাতের ভবিষ্যৎ প্ল্যাটফরম হিসেবে কাজ করবে, এবং এটা মোবাইল অপারেটর ও বিনিয়োগকারীদেরকে তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রত্যাশা সম্পর্কে পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি মোবাইল অপারেটরদেরকে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করবে।

আইটিইউ-এর সুপারিশসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকটি হলো এটি একটি পরামর্শমূলক নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ গঠনে সহায়তা করবে, যেখানে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ও মোবাইল অপারেটররা এ খাতের উন্নয়নে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারবে। এ খাতটির প্রতি আরো বেশি মনোযোগ প্রত্যাশা করি আমরা।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মূল সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো কী কী?

সিম কর ভর্তুকির বিপরীতে সাধ্যের মধ্যে সংযোগ সরবরাহ করা মোবাইল অপারেটরদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই বিশেষ চ্যালেঞ্জটি আরো কঠিন হয়েছে প্রধানত দু'টি কারণে– ক) মোবাইল অপারেটর কর্তৃক সিম কর ভুর্তুকী উদ্বর্ত-পত্রে খরচ হিসেবে কর্তনযোগ্য নয়, এবং খ) এ খাতের উপর আরোপিত উচ্চহারের কর; উভয়ই দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক উন্নয়নের জন্য হুমকিস্বরূপ।
এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য উপযোগী অনলাইন পণ্য এবং সেবার উন্নয়ন ও বিপণনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি– বাংলাদেশে মোবাইলের মাধ্যমে আর্থিক সেবার চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত ব্যাংক সেবা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীর কাছে। আরেকটি সম্ভাবনার দিক হচ্ছে শিক্ষা ও শিক্ষামূলক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। একটি সুগঠিত অনলাইন শিক্ষামূলক সেবা দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরিতে অবদান রাখতে পারবে।

দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের তরুণরা যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। আমাদের সামনে এমন প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা তৈরির সুযোগ রয়েছে যা শুধুমাত্র বর্তমান গ্রাহকদের সম্পৃক্ত হতে সাহায্য করবে না, একই সাথে তাদের জ্ঞান ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবে যা তাদের আরো সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করবে।

রবি ইতোমধ্যেই বেশকিছু সেবা নিয়ে এসেছে যা গ্রাহকের চাহিদা পূরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে– পাঁচটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা রয়েছে আমাদের। রবি কৃষিবার্তা ও বিবিসি জানালা সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে কৃষি ও শিক্ষা সেবা দিয়ে যাচ্ছি আমরা।

রবি'র গ্রাহকদের জন্য একটি অনন্য সেবা হলো ই-ট্রাফিক সেবা, যার মাধ্যমে আমাদের গ্রাহকরা যানবাহন নিবন্ধন এবং যানবাহন ও মালিকানা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যের পাশাপাশি বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)-এর ডাটাবেজের মাধ্যমে খুব সহজেই ড্রাইভিং লাইসেন্সের সত্যতা যাচাই করতে পারে। সম্প্রতি গ্রাহকদের জন্য আমরা নিয়ে এসেছি পৌরসভা তথ্য সেবা, যার মাধ্যমে আমাদের গ্রাহকরা ১১টি সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলো সম্পর্কে জানতে পারছেন। বাংলাদেশে আমরাই সর্বপ্রথম ফ্রি রবি বীমা ইন্স্যুরেন্স সার্ভিস চালু করেছি, যার মাধ্যমে আমাদের প্রি-পেইড গ্রাহকরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবহারের উপর ইন্স্যুরেন্স সুবিধা উপভোগ করতে পারেন।

আমাদের এগিয়ে যাওয়া নির্ভর করছে একটি সুষ্ঠু, বিনিয়োগ-বান্ধব, স্থিতিশীল ব্যবসায়িক ও নীতিনির্ধারণী পরিবেশের উপর। আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো জয় করতে এবং সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য এ খাত সংশ্লিষ্টদের সাথে সরকারের পারস্পরিক আলোচনা ও আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

২০১৩ থেকে ২০১৫-তে আপনার পরিকল্পনা কী?

আমাদের মূল কোম্পানি আজিয়াটা'র লক্ষ্য হলো টেলিঘনত্ব কম থাকা উদীয়মান বাজারকে গুরুত্ব দেওয়া যেখানে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রচুর। আজিয়াটা'র মূল লক্ষ্য হলো এ অঞ্চল জুড়ে সাধ্যের মধ্যে সংযোগ, অভিনব প্রযুক্তি ও বিশ্বমানের মেধা সরবরাহের মধ্য দিয়ে এশিয়াকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে সীমাহীন সম্ভাবনা। এ দেশের মানুষ সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে জয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম।

প্রতিটি বাংলাদেশী যাতে তাদের আপন শক্তিতে জ্বলে উঠতে পারে তার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে রবি। আমরা সবসময় নতুনত্ব আনতে চেষ্টা করি। আমাদের সেবাগুলোও অত্যন্ত গ্রাহকবান্ধব যাতে গ্রাহকরা সহজেই তাদের সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। আমরা ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করি। একটি প্রগতিশীল বাংলাদেশ গঠনে, বাংলাদেশে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের অবদানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ইয়াং ট্যালেন্ট প্রোগ্রাম (ওয়াইটিপি)। ওয়াইটিপি একটি কঠোর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্নাতক অধ্যয়নত শিক্ষার্থীদেরকে তাদের সুপ্ত প্রতিভা প্রমাণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে সফলদেরকে নিয়ে তাদেরকে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বদানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে রবি ১ বছরব্যাপী প্রস্তুতিপর্ব পরিচালনা করে, যেখানে কখনো কখনো তাদেরকে মালয়েশিয়া আজিয়াটার সাথে কাজ করতে হয়, এবং এরপর তাদেরকে রবি-তে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

আমরা আগামীর দিকে তাকিয়ে, বাংলাদেশের মূল্যবোধগুলোকে ধারণ করেই এগিয়ে যেতে চাই। এ দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে এ দেশের মানুষকে সাথে নিয়ে আগামী দিনগুলোতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ পথচলা অব্যাহত থাকবে।

রবি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাইকেল ক্যুনার
রবি ওয়াক-ইন-সেন্টারে বাংলাদেশের প্রথম টপ-আপ
কিয়স্ক ইজি পে সলুশ্যনের উদ্বোধন করেন

উন্নয়নশীল দেশের গ্রামাঞ্চলে বিশেষ মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে শেষ হলো দশম এডিএফ

নীতি নির্ধারক, নিয়ন্ত্রক এবং কর্মকর্তাদের একসাথে উন্নয়নশীল দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে শেষ হলো দশম এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিকেশন এবং আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (এডিএফ-১০)-এর তিন দিনব্যাপী সম্মেলন।

সরকার, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, অপারেটর এবং সকল স্টেকহোল্ডারদের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের টেলিযোগাযোগ এবং আইসিটি খাতের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করার প্ল্যাটফর্ম প্রদানের উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি'র (এপিটি) সহযোগিতায় দেশে এই প্রথমবারের মতো এ ধরনের সম্মেলনের আয়োজন করে। প্রধান অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি ঢাকার একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ১৭টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনের বিভিন্ন কারিগরী অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি তার বক্তব্যে বলেন- "ডিজিটাল বাংলাদেশ"-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের একটি মুখ্য অংশীদার টেলিযোগাযোগ খাত, আর তাই এই খাতের প্রবৃদ্ধির সুবিধার্থে যা যা করা সম্ভব সরকার সবকিছুই করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মন্ত্রী আরো বলেন-"সবার জন্য গ্রহণযোগ্য পরিস্থিতি তৈরিতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ গ্রহণ করার ব্যাপারে আমাদের সরকার সবসময়ই উদার"।

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগে মানুষের প্রবেশাধিকারের উপর সরকারের গুরুত্ব উল্লেখ করে অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন বলেন- "ডিজিটাল ডিভাইড" দূর করার লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঠিক বণ্টন।

এছাড়াও মাননীয় মন্ত্রী বলেন "মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিকে আরো বেশি উৎসাহিত করতে সরকার টেলিযোগাযোগ-বান্ধব নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ তৈরি করতে চায়"।

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি খাতের অগ্রগতি সম্পর্কে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি'র মহাসচিব তোশিইয়ুকি ইয়ামাদা। তিনি বলেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি খাত ইতিবাচক অবদান রাখছে।

এছাড়াও তিনি বলেন-"কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে আমরা এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি (এপিটি) আমাদের সদস্য দেশগুলোর উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি"।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস বলেন, প্রত্যেক দেশের নিজস্ব কিছু সমস্যা রয়েছে এবং দেশগুলো যাতে তাদের লক্ষ্যে পৌছাতে পারে এ জন্য সহায়তা করছে এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি (এপিটি)।

বর্তমানে দেশের ৯৮ শতাংশ ভৌগলিক এলাকা মোবাইল কাভারেজের অধীনে। কিন্তু প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় আইসিটি সেবা পৌছে দিতে সরকার চায় একটি দৃঢ় ও বলিষ্ঠ টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো।

তিনি আশা করেন, এপিটি বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন না করলেও ভবিষ্যতে তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত নতুন প্রকল্প নিয়ে আসবে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সচিব মো. আবুবকর সিদ্দিক বলেন যে তথ্য-প্রযুক্তি খাতকে সরকার দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে। তিনি আরো বলেন– "তথ্য প্রযুক্তি খাতে পরিবর্তন খুব দ্রুত হয়, এজন্য আমরা নতুন নতুন প্রযুক্তি চালু করতে চাই"।

তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম খান বলেন, প্রতিবছর বাংলাদেশে ৪০ লক্ষ শিশু জন্ম নেয় যার ৮০ শতাংশই গ্রামাঞ্চলে বাস করে। এছাড়াও এই সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিটিআরসি মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গোলাম মওলা ভূঁইয়া ।

তিন দিনের এই সম্মেলনে ১০টি কারিগরী সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এসব সেশনে দেশ ও বিদেশ থেকে আগত বিশেষজ্ঞগণ টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক তাদের উপস্থাপনায় তুলে ধরেন। এমটব-এর সেক্রেটারি জেনারেল টি, আই, এম, নূরুল কবির নেক্সট জেনারেশন নেটওয়ার্ক (এনজিএন) সম্পর্কিত একটি সেশন পরিচালনা করেন।

পরবর্তী দুই বছরের জন্য এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিকেশন এবং আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (এডিএফ)-এর চেয়ারম্যান দেশ হিসেবে নেতৃত্ব দিতে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ।

টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ ফোরামের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পরে মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ বলেন-"এখন আমরা উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। আর এটি বাংলাদেশের জন্য অতি গৌরবের একটি বিষয়"। এর পূর্বে ২০১০ সালে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত বিশেষ সংস্থা, আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ)-এর কাউন্সিল সদস্য করা হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত এডিএফ-১০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। এমওপিটি সচিব মোঃ আবুবকর সিদ্দিক, এপিটি মহাসচিব তোশিইয়ুকি ইয়ামাদা, বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস এবং যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম খানকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সম্মাননা জানালো টেলিটক

মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের দেশের বীর সন্তান। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে মুক্ত করার মাধ্যমে তারা আমাদের গর্বিত করেছে, বিশ্বের বুকে করেছে মাথা উঁচু। সম্প্রতি ঢাকায় আহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড আয়োজিত একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে অতিথি এবং অংশগ্রহণকারীরা এমন ভাষাতেই তাদের অনুভূতি প্রকাশ করলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আহত যোদ্ধা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের পরিবারের সদস্যদের টেলিটক ৫০০ টাকা মূল্যের এয়ারটাইম সহ থ্রিজি সিম কার্ড বিনামূল্যে প্রদান করে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর টেলিটক গতবছর দেশে প্রথম থ্রিজি সেবা চালু করে মোবাইল ব্যবহারকারীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। থ্রিজি প্রযুক্তি উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা দিয়ে থাকে যার মাধ্যমে উচ্চমাত্রার ডেটা স্থানান্তর করা যায়।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযুদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সম্মানে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড সম্প্রতি একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযুদ্ধাদের মঝে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি, ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে আয়োজিত কর্মসূচি সবসময়ই সমর্থন করে আসছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অবসরপ্রাপ্ত) এবি তাজুল ইসলাম বলেন– সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর তাই টেলিটকের এই উদ্যোগ আসলেই প্রশংসার দাবিদার।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এবং এমপি জনাব মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার জানান যে, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানাতে টেলিটকের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সচিব মো. আবুবকর সিদ্দিক উল্লেখ করেন যে, এর আগে টেলিটক এ বছরের জিপিএ ৫ পাওয়া মেধাবী শিক্ষার্থীদের সিম প্রদান করেছে এবং এখন তারা প্রতিমাসে ৫০০ টাকার টক-টাইম সহ বিনামূল্যে থ্রিজি সিম প্রদান করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে। এটি খুবই প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ।

এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস। তিনি আমাদের দেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের সম্মানে তাদের প্রত্যেককে একটি করে স্মার্ট ফোন সেট দেয়া উচিৎ বলে ব্যক্ত করেন।

টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুজিবুর রহমান তার স্বাগত বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, মুক্তিযোদ্ধারা হলো এ জাতির গর্ব এবং এদেশ তাদের অবদানের কথা কখনও ভুলবে না। টেলিটকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস তাদের উৎসর্গের স্বীকৃতি এবং প্রাপ্য সম্মানের একটি অংশ মাত্র। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এই থ্রিজি সিম দিয়ে এখন তারা প্রতি মাসে বিনামূল্যে ৩৫০ মিনিট টক-টাইম, ৩০০টি এসএমএস, ৫০ মিনিট ভিডিও কল এবং ১৫ মেগাবাইট ডেটা ট্রান্সফার সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি, টেলিটকের সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিমাসে ৫০০ টাকা ফ্রি টকটাইম সহ 3G সিম বিনামূল্যে প্রদান করেন।

TeleTalk
আমাদের ফোন

তোশিইয়ুকি ইয়ামাদা
মহাসচিব
এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি

> টেলিযোগাযোগ খাতের চমৎকার ট্র্যাক রেকর্ডের কারণে চ্যালেঞ্জের তুলনায় বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় দিকই বেশি

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতের অগ্রগতি সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। ১০ কোটি'রও বেশি গ্রাহক এখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে যা প্রমাণ করে দেশজুড়ে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির হারও আকর্ষণীয় মাত্রায় বেড়েছে। এটা ভুললে চলবে না যে, দেশের মোট ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ৯৫ শতাংশই মোবাইল ইন্টারনেট ভিত্তিক গ্রাহক। আমি বিশ্বাস করি যে, দেশের সুবিধা বঞ্চিত স্বল্প আয়ের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে টেলিযোগাযোগ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গত ২০ বছরে দেশের এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে যে একজন বাংলাদেশী যিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে রয়েছেন তার পক্ষে নিজের মাতৃভূমিকে চেনা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। দেশের বিপুলসংখ্যক লোক মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে নানা ধরনের সুবিধা উপভোগ করতে পারছে যা দেশের প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিত্রকে তরান্বিত করেছে।

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এপিটি কি ধরনের অবদান রাখতে পারে?

৩৫ বছরের বেশি সময় ধরে এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি'র (এপিটি) কাজের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং প্রশিক্ষণ। প্রতিবছর ভারত, জাপান, চীন এবং আরো অন্যান্য দেশের সম্মিলিত তহবিলে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয়াদি যেমন– ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবস্থাপনা, মোবাইল সেবা, ব্রডব্যান্ড সেবা এবং সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশটি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। এছাড়াও প্রতিবছর বিশটিরও বেশি ফোরাম, সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন করে থাকে তারা।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এবং বেসরকারী অপারেটরদের প্রতিনিধিগণ যারা এ ধরনের আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আমি সত্যিই অত্যন্ত আনন্দিত।

একটি ডিজিটাল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে আপনি কিভাবে দেখেন?

বাংলাদেশ সরকারের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। এ ধরনের একটি লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে যে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব তা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মূল সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতের চমৎকার ট্র্যাক রেকর্ডের কারণে আমি বলবো যে চ্যালেঞ্জের তুলনায় বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় দিকই বেশি। এই ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে হলে বিশেষায়িত জ্ঞানে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনসম্পদের মূল্যায়ন করতে হবে। এমনকি ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশ একটি সমতল দেশ যা পাহাড়-পর্বতে ঘেরা অন্যান্য দেশ থেকে একেবারেই ভিন্ন। ফলে এদেশে অবকাঠামোগত বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যাপক সুবিধা পাওয়া যায়।

তবে ভুলে গেলে চলবে না যে, বাংলাদেশে কিছু নিয়ন্ত্রণজনিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে যার ফলে অনেকেই এই খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এই খাতের নীতিমালা এবং আইন কানুন অবশ্যই বিনিয়োগবান্ধব হতে হবে। টেলিযোগাযোগ আইনে বেশকিছু নির্দিষ্ট ধারা আছে যেগুলোকে এই খাত বিস্তারে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে আমি আন্তরিকভাবে প্রশংসা করতে চাই এমটব-এর। কারণ তারা একটি শিল্পবান্ধব এবং সহায়ক নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই খাতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক আইসিটি বাজারে বাংলাদেশ কিভাবে তার মানব সম্পদ ব্যবহার করে সুবিধা নিতে পারে?

ইতোমধ্যেই আমি বলেছি যে, বাংলাদেশে অনেক বড় বড় প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ রয়েছে, যারা তাদের ভাষাগত অন্তরায় উপেক্ষা করে বিশ্ব ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম, সেমিনার এবং কর্মশালায় নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। এটা খুবই জরুরি যে, দেশের কল্যাণে অবদান রাখতে হলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য যারা বিদেশ যাচ্ছে তাদের নিজের মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে হবে। জ্ঞানের প্রয়োগ এবং দক্ষতা ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ সত্যিই সমৃদ্ধিলাভ করবে।

- আইটিইউ-এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উন্নত দেশে মোবাইল টেলিঘনত্বের হার মোট জনসংখ্যার **১২৮ শতাংশ**, উন্নয়নশীল দেশে এই হার **৮৯ শতাংশ**।

- ২০১২ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় **১০০ মিলিয়ন গ্রাহক** আছে (ব্যবহৃত সিম কার্ডের সংখ্যা অনুযায়ী, মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুযায়ী নয়) এমন **দেশের সংখ্যা ছিল ১০টি**। ২০১৩ সালের জুন মাসে **১০০ মিলিয়ন** গ্রাহকের তালিকায় যুক্ত হয় বাংলাদেশ।

- ২০১৮ সাল নাগাদ মোবাইল ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারীর সংখ্যা **৬.৫ বিলিয়নে** পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে ।
- ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসের হিসেব অনুযায়ী **১.১৫ বিলিয়ন** গ্রাহক সংখ্যা নিয়ে মোবাইল বাজারে ১ নম্বর স্থান দখল করেছে চীন।
- ২০১৬ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মোবাইল মেসেজিং এর বাজার **৩১০.২ বিলিয়ন** মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে।

- ২০১৩ সালের মে মাসে আন্তর্জাতিক **ইন্টারনেট ট্রাফিকের** ১৫ শতাংশই হচ্ছে **মোবাইল ট্রাফিকের**, যা ২০১২ সালের মে মাসে ছিল ১০ শতাংশ।
- ২০১৭ সালের মধ্যে **বিশ্ব জুড়ে মোবাইল** রাজস্ব বৃদ্ধির হার প্রতি বছর ২.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে **১.১ ট্রিলিয়ন** মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এমটব কার্যক্রম

দশম এডিএফ-এর প্রতিনিধিদের সম্মানে এমটব আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোসের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিবেক সুদ।

দশম এডিএফ-এর প্রতিনিধিদের সম্মানে এমটব আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন এয়ারটেলের চিফ অপারেটিং অফিসার রাজনিশ কাউল।

দশম এডিএফ-এর প্রতিনিধিদের সম্মানে এমটব আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি'র মহাসচিব তোশিইয়ুকি ইয়ামাদা'র হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন এমটব-এর সেক্রেটারি জেনারেল টি, আই, এম, নূরুল কবীর।

দশম এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিকেশন এবং আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (এডিএফ-১০)-এর প্রতিনিধিদের সম্মানে এমটব আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য।

এমটব সদস্যদের কার্যক্রম

airtel ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কিংবদন্তি ডেনিস আরউইন এবং এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্রিস টোবিটের উপস্থিতিতে এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড “এয়ারটেল রাইজিং স্টার”-এর দ্বিতীয় বর্ষ শুরুর ঘোষণা দিচ্ছে।

banglalink সম্প্রতি বাংলালিংক এর নেটওয়ার্ক আধুনিকায়নের জন্য এবং থ্রিজি’র প্রস্তুতি নিতে হুয়াওয়ে’র সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তি মোতাবেক মোবাইল নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ, ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের পুনর্গঠন এবং থ্রিজি অবকাঠামো তৈরি ও সেবা প্রদান করা হবে।

Citycell সিটিসেল ২৮ জুলাই থেকে ৬ আগস্ট, ২০১৩ পর্যন্ত দেশব্যাপী গ্রাহক সেবা সপ্তাহ পালন করে। এ উপলক্ষ্যে গ্রাহকরা আকর্ষণীয় সব অফার উপভোগ করে।

grameenphone সাভারের রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত ৩০০ ব্যক্তির জন্য ফ্লেক্সিলোড ব্যবসা স্থাপনের মাধ্যমে সহায়তায় হাত বাড়িয়ে দিলো গ্রামীণফোন।

রবি রবি গ্রাহকদের জন্য উচ্চগতির ওয়াই ফাই সমাধান প্রদান করার লক্ষ্যে আই-কানেক্টের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রবি’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাইকেল ক্যুনার।

TeleTalk এসএসসি পরীক্ষায় ৯০,০০০ জিপিএ ৫ পাওয়া মেধাবী শিক্ষার্থীদের যৌথভাবে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করছেন টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মুজিবুর রহমান এবং দৈনিক সংবাদপত্র প্রথম আলো’র সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান। সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকল্পের অধীনে টেলিটক এই মেধাবী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাশ্রয়ী মূল্যে কল করার জন্য বিনামূল্যে সিম কার্ড প্রদান করে।

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh
ল্যান্ডভিউ (১৩ তলা) ২৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
info@amtob.org.bd, www.amtob.org.bd

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্‌ অব বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সম্পাদক: টি, আই, এম, নূরুল কবীর, সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব। মাসিক নিউজলেটার “ConneXion” এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্‌ অব বাংলাদেশ (এমটব) এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত। ল্যান্ডভিউ (১৩ তলা) ২৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩৩৪৪, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩১২১, ই-মেইল: connexion@amtob.org.bd

ডিজাইন এবং প্রোডাকশন: বেঞ্চমার্ক পি আর | www.benchmarkpr.com.bd